দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

০৬-043

তারিখ ..20 JUN 1989......
পৃষ্ঠা... ....কলাম.........

৬০

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭ বছরে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ৭ লক্ষ, ছাত্রী ২০ লক্ষ

॥ নাজিমউদ্দিন মোস্তান ॥

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৭ বৎসরে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি বিপুলভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। '৮১-র পরে ৭ বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকদের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭ লক্ষ, কিন্তু একই সময়ে বালিকাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে ২০ লক্ষের উপরে। পরিকল্পনা কমিশনের সদ্য প্রকাশিত জনসংখ্যা তথ্য-পত্রে ইহাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সংস্থার খ্যাতনামা জনসংখ্যাবিদদের প্রণীত ১৯৮৮-র জনসংখ্যা তথ্যপত্রে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার ৩৮ ধরনের সুনির্বাচিত তথ্য উপস্থাপন করা হইয়াছে। নারী-শিক্ষা হারে বড় ধরনের পরিবর্তন তন্মধ্যে সবচাইতে লক্ষণীয়। একই সাথে কৃষিতে কর্মসংস্থান কমিয়া (২য় পৃঃ দ্রঃ)

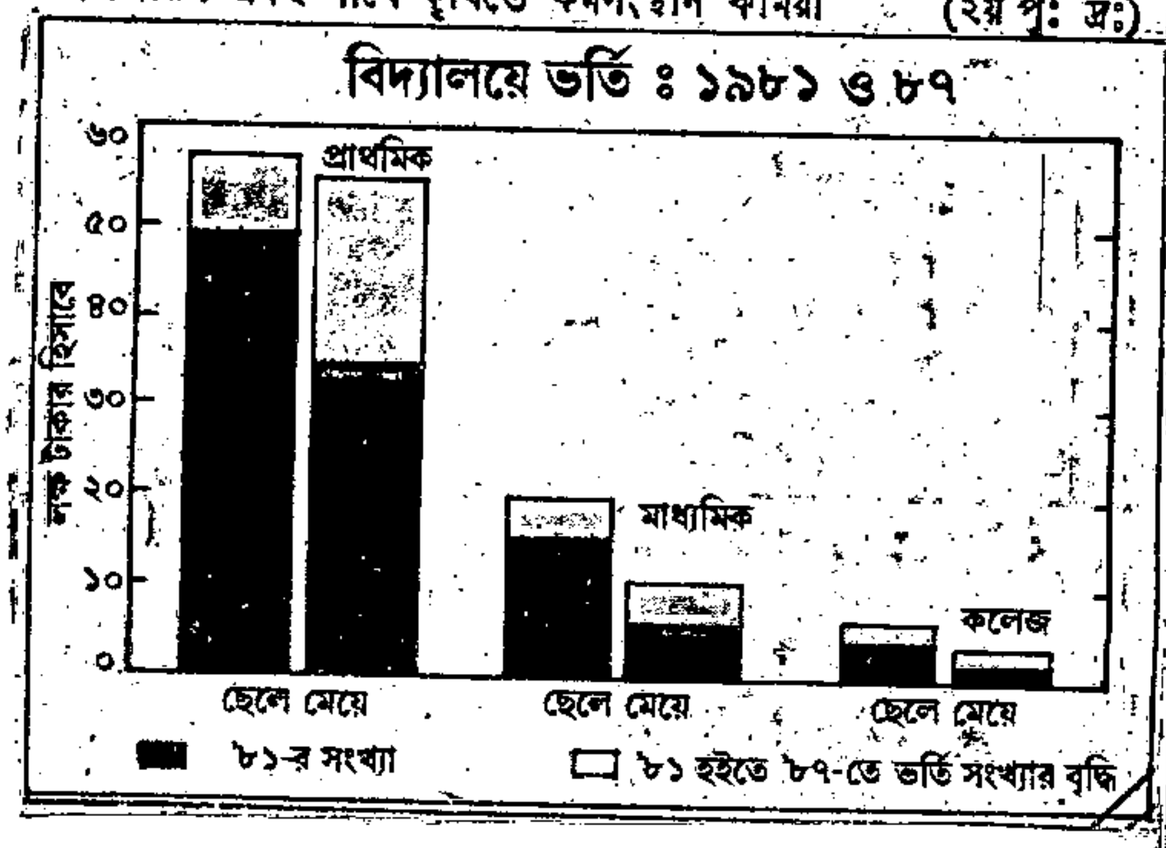

বিদ্যালয়ে ভর্তি : ১৯৮১ ও ৮৭

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

ব্যবসাখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির তথ্য ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

তথ্যপত্রে দেখানো হয়, ৫ হইতে ৯ বৎসর বয়সী ১ কোটি ৪৮ হাজার বালক-বালিকার মধ্যে ৭৫ ভাগ এখন বিদ্যালয়ে যাই-তেছে। তন্মধ্যে '৮৭-র হিসাবে ৭৪ ভাগ বালক, ৭৬ ভাগ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোর মাড়াই-তেছে। অবশ্য ভর্তি হওয়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মাত্র ৪০ ভাগ পঞ্চমমান পর্যন্ত পৌছায়। হাইস্কুল ও কলেজে অবস্থা ভিন্ন। ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়সী কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মাত্র ১৪ ভাগ হাইস্কুলে যায়, কিশোরদের মধ্যে ১৯ শতাংশ, কিশোরীদের মধ্যে সাড়ে ৯ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা পায়। কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষাভাগ্য আরও করুণ।

বিবাহ এখন বিলম্বিত

তথ্যপত্রের ব্যাখ্যা দিয়া পরি-কল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন ইউনিটের পরিচালক ডঃ এম,এ, মাবুদ জানান, প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অগ্রগতি, নগরা-য়নের প্রসার, যৌতুক ও দারিদ্র্যের চাপে এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য-জনসংখ্যা-সেবাসংস্থার প্রায় ১ লক্ষ নারী কর্মীর পেশাগত ঘুরা-ফিরার সামাজিক প্রভাবে দেশ-ব্যাপী বিলম্ব বিবাহ এখন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন গ্রামাঞ্চলে বিবাহের গড় বয়স ১৮ বৎসর। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইহার ইতিবাচক প্রভাব থাকিবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ১৯৬১ হইতে ১৯৮৯ পর্যন্ত নগরায়ন দেশের ৫ ভাগ এলাকা ও জনসংখ্যা হইতে ১৮ ভাগে সম্প্রসারিত হইয়াছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২'২

তথ্যপত্র মতে, দেশের জন-সংখ্যা বছরে ২৪ লাখ হারে বাড়িয়া এখন ১১ কোটি ৬ লাখের কাছাকাছি। তন্মধ্যে ৫৬ ভাগ পুরুষ, ৫৩ ভাগ নারী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮৭-তে ছিল ২ দশ-মিক ৩, ৮৮তে উহা ২ দশমিক ২-তে নামে। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইতে এ হারে ৩২ বৎসর সময় লাগিবে। জন্মশাসন পদ্ধতি গ্রহণ-কারীর সংখ্যা সক্ষম দম্পতির ৩৩ ভাগ হইতে বাড়িয়া ৩২ ভাগ হই-য়াছে। শিশু মৃত্যুর হার সারাদেশে গড়ে প্রতি হাজারে ১১০। কিন্তু সিরাজগঞ্জের মত এলাকায় ১৪৭ এরও বেশী। দেশে পুরুষের গড় আয়ু এখন ৫২ বৎসর, নারীদের ৫১ বৎসর। প্রতি বর্গমাইলে এখন জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৯৪১। নদীনালা বাদ দিয়া হিসাব করিলে ২৪৪৪।

আয় ও ক্যালরী গ্রহণ

তথ্যপত্রে পরিকল্পনা কমি-শনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের তথ্য উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ৮৮তে বাংলাদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৭৪ ডলারে পৌছে। ৮৭তে উহা ছিল ১৪৭ ডলার। শিশুদের খাদ্য লাভের পরিমাণ ক্যালারী হিসাবে বাড়িয়াছে। ৮১-৮২তে ছিল দৈনিক ৬৫৯ ক্যালারী, ৮৬তে উহা ১৯৩৯ ক্যালরীতে পৌছে।

ছাত্রপিছু ব্যয় : কৃষি ভার্সিটিতে সর্বোচ্চ

রাজস্ব বাজেট অনুযায়ী ছাত্র পিছু সরকারী ব্যয়ের তথ্য এই তথ্যপত্রে দেওয়া হইয়াছে। প্রতি-বৎসর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু ব্যয় ২৭২ টাকা, সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রপিছু বার্ষিক ব্যয় ৭৫৯১ টাকা, মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজে ১৮৬৩ টাকা, সাধা-রণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৯৫৮ টাকা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসরে ছাত্র পিছু ব্যয় ২০ হাজার ৪২৬ টাকা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১৭ হাজার টাকা।